OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 265 - 272
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসে অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালা প্রেমভাবনা

আলমামুন মন্ডল
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: almamunmondal22@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Sharadindu Bandyopadhyay, Tungabhadrar Tire, Love, Love Triumph, Enemy, Ancient novel, Marriage.

Abstract
‘Tungabhadrar Tire’ is a beautiful and successful historical novel by the famous author Sharadindu Bandyopadhyay. Just as it carries history in certain aspects, it similarly carries romance into the deep abyss of time. The author has flawlessly depicted the love scene between Arjunbarma and Bidyunmala, who are diverse and independent characters of ancient times. Overall, the love story of Arjunbarma and Bidyunmala shows that their love ultimately overcomes all obstacles to declare the victory of love. It has been described beautifully. King Devaraya eventually accepts the love between Arjunbarma and Bidyunmala. Meanwhile, the Bahmani army attacked Vijayanagara. By risking their lives, Arjunbarma has thwarted the enemy's conspiracy to save Vijayanagar. The King rewards Arjunbarma. He appoints Arjunbarma to the post of Commander-in-Chief of Vijayanagar. Arrangements are made for his marriage with Bidyunmala. In the end, love triumphs. The discussed main topic has been beautifully described here.

Discussion

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তেমনি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রোমান্টিক উপন্যাস হল ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ঐতিহাসিকতা সর্বজন বিদিত কিন্তু এর অন্তরে ফল্গু ধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়েছে প্রেমের দিকটিও। যদিও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক দিকটি খুব সুন্দর ভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন, তবে উপন্যাসের পরতে পরতে ফুঁটে উঠেছে উপন্যাসের নায়ক অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালার প্রেমকাহিনী। উপন্যাসের শুরুতে বিদ্যুন্মালার বিবাহকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের গতি এগিয়েছে। এরই মধ্যে লেখক আমাদের উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যে নিজের দেশ গুলবর্গা থেকে পালিয়েছে নিজের ধর্ম ও প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায়। ওদিকে বিদ্যুন্মালা পিতৃ আদেশ রক্ষার্থে দ্বিতীয় দেবরায়ের শর্ত পালনে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে বিয়েতে রাজি হয়েছে ও নিজের দেশ কলিঙ্গ থেকে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে রহনা হয়েছে। এই নদী পথেই দেখা হয় উপন্যাসের নায়ক অর্জুনবর্মার সঙ্গে।

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' প্রেমের মোড়কে ঐতিহাসিক উপন্যাস। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস আশ্রয়ী এই উপন্যাস বিজয়নগরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র বিজয়নগর রাজ্যের রাজা দেবরায় মুখ্য চরিত্র হলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়। উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ দুই নারী চরিত্র বিদ্যুন্মালা ও মনিকঙ্কনাকে কেন্দ্র করে। এই দুই নারীর আনন্দ-বেদনা, আবেদন-নিবেদন, প্রেম-প্রীতি, মিলন ও বিরহ সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। কাহিনীর আখ্যান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তুঙ্গভদ্রা নদীতে অর্জুন বর্মা নামক এক পুরুষের ভেসে যাওয়া ও তাকে উদ্ধার করার পর তাকে কেন্দ্র করে রাজা দেবরায়ের বাগদত্তা বিদ্যুন্মালা মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠার মধ্যে দিয়ে। তারপরই কাহিনীর মোড় নেয় ও গতি আসে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি বিজয়নগরের রাজা দেবরায় রাজ্যশাসন করতে গিয়ে দেখলেন শত্রুতা ও দেশীয় রাজাদের মধ্যে বিবাদ। নিজেদের মধ্যে কোনো একতা নেই, সহমর্মিতা নেই। রাজা উপলব্ধি করলেন হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। তাই রাজা দেবরায় একে একে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ কন্যাদের বিবাহ করেন। সব রাজা দেবরায়কে অবশ্য স্বেচ্ছায় কন্যাদান করলেন না। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কলিঙ্গরাজ গজপতি ভানুদেব ।কিন্তু ভানুদেব ও দেবরায়ের যুদ্ধে ভানুদেব পরাজিত হলে সন্ধি অনুযায়ী কন্যাকে জলপথে বিজয়নগরে পাঠাবেন দেবরায়ের সঙ্গে বিবাহের জন্য।

রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা অবশ্য বোন মনিকঙ্কনা সঙ্গে নিয়েছেন। নৌকায় বসে চারিদিকে দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা সময় অতিবাহিত করছিল। সূর্য সে সময় তুঙ্গভদ্রার জলে রক্ত উদগিরন করে অস্ত যাচ্ছিল। নৌকাগুলি কিছুক্ষণ পরেই তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করবে। মনিকঙ্কনার চঞ্চল চোখ জলের উপর ঘুরতে ঘুরতে হটাৎ এক জায়গায় স্থির হয়। তখন মনি কঙ্গনা বিদ্যুমালাকে ডেকে বলল –

> "মালা দ্যাখতো - ঐ জলের ওপর কিছু দেখতে পাচ্ছিস!"[১]

এই বলে সেদিকে আঙ্গুল নির্দেশ করল। তারপর বিদ্যুন্মালা বলে উঠল –

> "হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। একটা মানুষ ভেসে যাচ্ছে - ঐ যে হাত তুলল-হাতে কি একটা রয়েছে।"[২]

তারা স্পষ্ট দেখতে পেল। মনিকঙ্কণা বলল –

> "কৃষ্ণা নদী দিয়ে ভেসে এসেছে বোধহয় অনেক দূর থেকে সাঁতার কেটে আসছে -আর ভেসে থাকতে পারছে না।"[৩]

লোকটিকে জল থেকে উদ্ধার করা হল। উদ্ধারের পরে তাকে মকরমুখী নৌকায় নিয়ে যায়। বিদ্যুন্মালা ফিসফিস করে মনিকঙ্কনা কে বলল –

> "ভাগ্যে তুই দেখতে পেয়েছিলি, নইলে লোকটাকে উদ্ধার করা যেত না।"[৪]

ডুবন্ত লোকটির নাম অর্জুনবর্মা, বাড়ি গুলবর্গা। গুলবার্গার কাছে ভীমা নদীতে সে ঝাঁপ দিয়েছিল যবনের হাত থেকে অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে।

উপন্যাসে রোমান্সের শুরু অর্জুনবর্মার নদীর স্রোতে ভেসে আসার মাধ্যমে। কৃষ্ণা ও তুঙ্গার মিলনস্থল অথাৎ সঙ্গমস্থলে প্রচন্ড স্রোত। সেই স্রোতের মধ্য থেকে বলরাম তাকে উদ্ধার করে। রহস্যময়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় রোমান্সে। অজানা-অচেনা অর্জুনবর্মা স্রোতে ভেসে আসার মাধ্যমে। নৌকার যাত্রাপথ তিনমাসের। তিনমাসের পথ পার করে নৌকাগুলো বিজয় নগরে প্রবেশ করবে। পথের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় অর্জুনবর্মার। নৌকাগুলি ঠিক ঘাটে পৌঁছাবে এমন সময় প্রচন্ড ঝড়ের আগমন ঘটে। সে ঝড় সমস্ত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। এই ঝড়ে আবির্ভাব এতই আকস্মিক যে চিন্তা করবার অবকাশ থাকে না, সতর্ক হবার শক্তি টুকুও লুপ্ত হয়ে যায়। ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, বড়জোর দুই তিন দন্ড। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদে মন্দোদরী ও চিপিটক মূর্তি ছিলেন, ছিটকে নদীতে পড়লেন। পাটাতনের উপর বিদ্যুন্মালা শূন্য জলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিদ্যুন্মালা জলের তলে যাবার সময় অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছিল কে যেন তাকে আকর্ষণ করে আবার উপর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জীবন মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচে দিয়েছে।

বিদ্যুন্মালা চোখ খুলে দেখলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকারের একটা পিন্ড বলে মনে হল। তিনি জানতে চাইলেন কে ওখানে, অর্জুনবর্মা উত্তর দিলেন না। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। বিদ্যুমালা দুই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চারটি কথা বলেই, তিনি আবার বালুশয্যায় সেই দ্বীপের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। সেখানে বিদ্যুন্মালা স্বপ্ন দেখলেন। স্বয়বর সভায় অর্জুন মৎসচক্ষু বিদ্ধ করে রাজকুমারীর সম্মুখে নতজানু হয়েছেন, ঠিক তখন অর্জুনবর্মা বললেন –

> "রাজকুমারী, দেখুন চাঁদ উঠেছে।"[৫]

বিদ্যুন্মালা চোখ খুলে দেখলেন অর্জুনবর্মা যেন তার মুখের উপরে ঝুকে সে কথা বলেছে স্বপ্নের অর্জুন আর সামনের অর্জুন আকৃতিগত কোন প্রভেদ নেই। এখানে প্রেমের সুপ্ত বীজ যেন অঙ্কুর বের করেছে।

এরপর বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মা মধ্যে কথোপকথন হয়। দুজনের মধ্যে অনেক দুরুত্ব ভেদ করে যেন কাছাকাছি আসার সেতু তৈরী হয়েছে। বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মা জীবন সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। অর্জুনবর্মা তার পরিচয় দিয়েছে –

> "আমার পিতার নাম রামবর্মা। আমরা যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয়। আমার পূর্বপুরুষেরা যোদ্ধা ছিলেন। আমার পিতা যুদ্ধ বৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি যোদ্ধা ছিলেন। কোনদিন যবনের কাছে মাথা নত করেননি। গৃহে বসে বিদ্যাচর্চা করতেন, জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যায় তার পারদর্শীতা ছিলেন। বিশেষত হিসেব - নিকাশের কাজের জন্য তিনি গুলবর্গায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন মা মারা যান। পিতা আর বিবাহ করেননি।"[৬]

অর্জুন নীরব হল। বিদ্যুন্মালা মাথা নিচু করে শুনছিল, চোখতুলে বাইরে তাকালেন। চাঁদের আলো ম্লান হয়ে গিয়েছে। পূর্ব আকাশে শুকতারা দপদপ করে জ্বলছে।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে দেখি দ্বিতীয় দেবরায়ের ভাই কম্পনদেব সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিল্লাঘাটে এসেছেন। দ্বীপে নেমেই কম্পনদেব দেখলেন একটি নারী, অন্যটি পুরুষ পরস্পর তিন-চার হাত দূরে শুয়ে আছে। কিন্তু তারা মৃত নয় হয়তো তারা নিদ্রিত। বিদ্যুন্মালা কুমার কম্পনের দিকে তাঁকিয়ে আবার চোখ নিচু করে নিলেন। বিদ্যুন্মালা দেখলেন কুমার কম্পনের চোখের দৃষ্টি ভালো নয়। বিদ্যুন্মালা জিজ্ঞেস করলেন "আপনি কে?"[৭] কম্পনদেব উত্তর দেন তিনি রাজভ্রাতা। এরপরে কম্পনদেব অচেনা ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করেন "এ ব্যাক্তি কে?"[৮] বিদ্যুন্মালা জানায় –

> "আমি ঝড়ের আঘাতে নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ডুবে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওঁর নাম অর্জুনবর্মা।"[৯]

এরপর কম্পনদেব তাদের সবাইকে ডিঙ্গায় তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন। কুমার কম্পন রাজার কাছে কলিঙ্গের দুই দেবীকে নদী থেকে উদ্ধার করে, রাজার কাছে তুলে দেন। কম্পনদেব তিলকে তাল করে। তিনি অভিযোগ করে বিদ্যুন্মালা পরপুরুষ স্পর্শ করেছে। কিন্তু রাজা লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না। তিনি বলেন –

> "দোষ হয়েছে, কিন্তু গুরুতর নয়। তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিবাহ তিন ঋতুকাল বন্ধ থাকবে। এই তিন মাস কন্যা প্রত্যহ প্রাতে অবগাহন স্নান করে পম্পাবতীর মন্দিরের সহস্তে পূজা দিবেন। তাহলেই তার পাপ - মুক্তি হবে। তখন বিবাহ হতে পারবে। শ্রাবণ মাসে আমি বিবাহের তিথি নক্ষত্র দেখে রাখব।"[১০]

এভাবে তাঁদের বিয়ের দিন ঠিক হয়।

অর্জুনবর্মা রাজসভার স্কন্ধাবারে পত্র পৌঁছে দেবার কাজে অনিরুদ্ধর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। পত্র কুমার বিজয়ের হাতে দেবে। এভাবে তারা ঘোড়া করে বেরিয়ে পড়ে। অর্জুনবর্মা কাজ শেষ করে ষাটক্রোশ পথ এক রাতেই ফিরে আসে। সকলে তাকে বাজপাখির সঙ্গে তুলনা করে –

> "বাবা! অর্জুনবর্মা মানুষ নয়, বাজপাখি।"[১১]

বিদ্যুন্মালা হৃদয় হটাৎ করে কেঁপে ওঠে। অর্জুনবর্মার কথা ভাবতে থাকে বিদ্যুন্মালা বিয়ে প্রায় তিন মাস পিছিয়ে যায়। এর মধ্যে মনে মনে বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মাকে বিবাহ করার কথা স্থির করে –

> "বিদ্যুন্মালা যাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বিজয়নগরে আসিয়াছেন সেই দেবরায় প্রতি তিনি প্রীতিময়ী নয়; রাজপুত্র নয়, অতি সামান্য যুবক।"[১২]

তার সঙ্গে বিয়ে করার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিদ্যুন্মালা মহলের মধ্যে মন্দিরে যাবার পথে রোজ অর্জুনবর্মার গুহার দিকে লক্ষ্য করেন। হটাৎ একদিন বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মা কে দেখতে না পেয়ে গুহার কাছে চলে আসেন। একজন অর্জুনবর্মা বিদ্যুন্মালাকে বলেন –

"আপনি একা এত দূরে এসেছেন।"[১৩]

কিছুক্ষণ বিদ্যুন্মালা চুপ করে থেকে মুখের দিকে চেয়ে থেকে, আর কথা বলতে পারে না পেরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বিদ্যুন্মালা নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না, চোখে জল নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠলেন –

"আগে রোজ আপনাকে দেখতাম, আজকাল দেখতে পাই না কেনো?"[১৪]

অর্জুনবর্মা হৃদয়ে চমক অনুভব করলো। এভাবে তাদের মান অভিমানের পর্ব এগোতে থাকে। তাঁদের মধ্যে পরিচয় আর গভীর হয়। বিদ্যুন্মালা নিজেকে সংযত করে অভিমানের সুরে বলে –

"আপনি তো লাঠি চড়ে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"[১৫]

অর্জুনবর্মা অবাক হয়। উত্তরে, অর্জুনবর্মা আপনি কি করে জানলেন। উভয়ের কথা যখন ফুরালে অর্জুন বিদ্যুন্মালাকে বলে চলুন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি আমি। বিদ্যুন্মালা জানায় একা যেতে পারবে, যাবার আগে বলে গেলেন—

"কাল এই আপনি এখানে থাকবেন, আমি আসবো।"[১৬]

বিদ্যুন্মালার একটি রাত ও একটি দিন দুঃসহ অধীরতায় কাটল। তারপর দিন সন্ধ্যায় কিছু দিন আগে বিদ্যুন্মালা গুহার অভিমুখে গেলেন হাতে একটি মল্লীফুলের মালা জড়ানো। অর্জুনের হৃদয়ে এখনো প্রেমহীন। বিদ্যুন্মালা একসময় হাত থেকে ফুলের মালা খুলে অর্জুনের গলায় পরিয়ে দিল। অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, চিৎকার করে বলে উঠল - "রাজকুমারী এ কি করলেন?"[১৭] থর থর কেঁপে মুখের মধ্যে হাসি এনে বিদ্যুন্মালা বললেন - "স্বয়ংবরা হলাম,"[১৮] এরপরে বিদ্যুন্মালা সেখান থেকে বিদায় নেয়, যাবার আগে বলে যায় কালকে আবার আসবে, তখন তোমাকে 'আপনি' বলতে পারবো না; তুমিও আমাকে 'তুমি' বলবে। অর্জুন ও গুহায় ফিরলো।

একদিন সন্ধ্যায় পাথরের আড়ালে অর্জুন ও বিদ্যুন্মালার মধ্যে কথোপকথন হয়, তাতে স্পষ্ট হয়। অর্জুন ও বিদ্যুন্মালাকে ভালোবাসে। কিন্তু বিদ্যুন্মালা রাজকন্যা হওয়ার বড়ো সঙ্কা ও ভয়। তাই অর্জুন বলে ওঠে –

"তুমি রাজকন্যা। আমি সামান্য মানুষ।"[১৯]

বিদ্যুন্মালা তাকে আশ্বস্ত করে বলে –

"তুমি সামান্য মানুষ নও। তুমি যদুকুলোদ্ভব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূর্বপুরুষ।"[২০]

অর্জুন বলে –

"তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগদত্তা।"[২১]

বিদ্যুন্মালা উত্তর দেয় –

"আমি কাউকে বাগদান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, আমি কোনো তার দ্বারা আবদ্ধ হব।"[২২]

অর্জুন জানায় বিদ্যুন্মালাকে - "তুমি অপাত্রে হৃদয় দান করেছ।"[২৩] বিদ্যুন্মালা বলে - "তুমি অপাত্র নও।"[২৪] অর্জুন কিছুক্ষণ মাথা নত করে, তারপরে বলে তুমি আমায় দিক থেকে কথাটা চিন্তা করে দেখেছ। বিদ্যুন্মালা বিদীর্ণ কণ্ঠে অর্জুনবর্মা বলে - "তুমি কি আমাকে চাও না।"[২৫] তারপরে অর্জুন ক্লান্ত মাথা বিদ্যুন্মালা হাঁটুর উপরে রেখে কথোপকথন হয়, তাদের নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় হয়, তারা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

চতুর্থ পর্বে দেখি বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মাকে মনে করিয়ে দেয় কাল শ্রাবণ মাস পড়বে। রাজ পুরোহিতের মতে রাজা দেবরায়ের সঙ্গে বিদ্যুন্মালার বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে বিদ্যুন্মালার কিছু করার থাকবে না। পুনরায় বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মার কাঁধে হাত রেখে বলে –

"তুমি কি আমাকে সত্যই চাও না। আমি কি তবে আত্মহত্যা করব। কী করবো তুমি বলে দাও।"[২৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাদের এই মেলামেশা দাসী মহলে কানাকানি হতে শুরু করে। পিঙ্গলা অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালা কথা সব শুনে ফেলে এবং সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে জানায়। অর্জুনবর্মা ও দেবী বিদ্যুন্মালা একসঙ্গে নৌকায় এসেছেন, তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করেছেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কথা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পিঙ্গলা যা দেখেছিল ও শুনেছিল রাজাকে সমস্ত কিছু বললেন। বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যা বলেছিল তা পুনরাবৃত্তি করছেন। রাজা শুনেই ব্রজগর্ভ মেঘের মতো মুখ অন্ধকার করে বসে পড়লেন।

পরদিন বিদ্যুন্মালা আবার আসে। দরজার সামনে এসে এদিক ওদিক তাঁকানোর পর বলরাম নেই দেখে অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়ায়, বিদ্যুন্মালা হেসে গদগদ কণ্ঠে বলে –

> “আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমার লজ্জা নেই, অভিমান নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই।”[২৭]

দুই হাত বাড়িয়ে অর্জুনের গলা ধরে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলে তার বুকে মাথা রাখলেন। অর্জুন জগৎ সংসারের কথা ভুলে গেল। তাঁর দুটো হাত বিদ্যুন্মালাকে জড়িয়ে ধরল। তার হৃদয়ের অমৃতসাগরে ডুবে গেল। ভোর কাটিয়ে উঠতেই দেখলেন, কে একজন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যিনি দাঁড়িয়ে, যিনি দাড়িয়ে আছেন তিনি স্বয়ং-মহারাজা দেবরায়। তারা দ্রুত আলাদা হয়ে গেলে, রাজা বিদ্যুন্মালার দিকে তাকালেন না, অর্জুন উপরে দৃষ্টি রেখে বসালেন –

> “রাজা যে দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহার একমাত্র অর্থ হয়, দ্বিতীয় অর্থ হয় না, সুতরাং বাক্যব্যায় নিষ্প্রয়োজন।”[২৮]

বিদ্যুন্মালা রাজার দিকে তাকিয়ে, রাজার কাছে আকুতি করে রাজার কাছে পড়লেন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন –

> “রাজাধিরাজ অর্জুনবর্মাকে ক্ষমা করুন। ওঁর কোনো দোষ নেই, আমি অপরাধীনি। হত্যা করতে হয় আমাকে হত্যা করুন।”[২৯]

অর্জুন নিজেই রাজাকে জানালেন –

> “আমিও সমান অপরাধী মহারাজ।”[৩০]

রাজা অর্জুনকে বললেন মৃত্যুদন্ড তোমার একমাত্র পথ। কিন্তু একদিন তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলে। আমিও তোমাকে প্রাণদান করলাম। এরপরে রাজা অর্জুনকে শাস্তি দেয় –

> “এই দন্ডে আমার রাজ্য ত্যাগ কর।”[৩১]

অর্জুনের কাছে মেনে নেওয়া এটি প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিন।

অবশেষে বলরাম সবকথা বলার পরে অর্জুন লাঠি দুটি হাতে নিয়ে বলরামকে বলে –

> “বলরাম ভাই, এবার আমি যাই।”[৩১]

বলরাম তাড়াহুড়ো করে বিছানা ত্যাগ করে বলে দাড়াও একটু বলরাম চিড়া গুড় ঝোলায় নিয়ে সঙ্গে নবনির্মিত কামান নিয়ে বলে, চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক। এভাবে দুই বন্ধু পশ্চিম দিকে রওনা দেয় নির্জন পথে। যাত্রা পথে অর্জুন ও বলরামের মধ্যে নানা রকম গল্প হয়। তারা কোথায় গিয়ে উঠবে, অবশেষে ঠিক হয় দক্ষিণের সমুদ্রতীরে দুই একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য আছে, সেখানে যাবে। একটি পাহাড়ে এসে দাড়ায় সেখানে তারা একটি গুহা দেখতে পায়। রাত্রিটা গুহাতেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অর্জুন ও বলরাম গুহার মধ্যে ভাবতে থাকে, গুহার মধ্যে কিভাবে বায়ু চলাচল করছে, সে বায়ু গুহার ভেতর কোথা থেকে আসছে। তাহলে কি এটি গুহা নয় সুড়ঙ্গ। কারণ গুহার মধ্যে তো বায়ু চলাচল থাকে না, বদ্ধ বাতাস থাকে। গুহা তাহলে কী পাহাড়ের পেট কেটে অপর পাশে বের হয়েছে। এইসব ভাবতেই অর্জুনের চোখ বন্ধ হয়ে আসতেই ক্ষীণ শব্দ তার কানে প্রবেশ করতে লাগল। কিছুক্ষন শোনার পর অর্জুন উঠে বসলো। বহুদূর থেকে কিড়ি কিড়ি নাকাড়া বাজছে। এবার অর্জুন বলরামকে ডেকে, কান পেতে শুনতে বলে। বলরাম শুনে বলে অনেক দূরে নাকাড়া বাজছে। অর্জুন বলে উঠে মুসলমান নাকাড়া বাজাচ্ছে, আমি ওদের বাজনা চিনি। এরপরে বলরাম ও অর্জুন গুহার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে অপর প্রান্তে পৌঁছে উঁকি মেরে দেখতে পায়, সারি সারি অসংখ্য তালপাতার ছাউনি, ছাউনিতে অগণিত মানুষ। মানুষগুলি মুসলমান

সৈনিক, তাদের বেশভুষা ও অস্ত্র দেখলেই বোঝা যায়। সৈনিকরা কামানের গায়ে দড়ি বেঁধে পাহাড়ের গায়ে টেনে আনছে। বেশি চেচামেচি শোরগোল নেই, নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। একটু চুপ করে অর্জুন বলল –

> "ওরা বহমানী রাজ্যের সৈনিক।"[৩২]

অর্জুন জানায় রাজাকে অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু রাজা দেবরায় অর্জুনকে নির্বাসন দিয়েছেন। কিন্তু অর্জুন বিজয়নগর কে মাতৃভূমি মনে করে, বিজয়নগরের কোন ক্ষতি হতে দেবে না। বলরাম অর্জুনকে যেতে বারন করে কারণ অর্জুন রাজ্যের মধ্যে ধরা পড়লে মুন্ডুচ্ছেদ করে দেবে। অর্জুন জীবনের ঝুঁকি নেয়, তার কাছে জীবনের কোন মূল্য নেই। বলরাম যেতে চাইলে অর্জন তাকে মানা করে কারণ তার অনেক সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে শত্রু কামান নিয়ে পাহাড় পার করে দেবে। অর্জুন খুব দ্রুত লাঠিতে চড়ে যাবে, আজ রাতে রাজাকে সংবাদ দিতে পারবে। অবশেষে তেজস্বী ঘোড়ার ন্যায় অর্জুন দ্রুত চলছে, রাজধানীতে রাজাকে সংবাদ পৌঁছে দিতে।

হেমকূট পর্বতের অগ্নিস্তম্ভকে সামনে লক্ষ্য রেখে চলতে শুরু করে। ওদিকে বলরাম তার তৈরি কামান হাতে নিয়ে গুহার মুখ পাহারা দেয়। শত্রুরা গুহার কাছে এনে কামান দাগ দেবে এই ভয়ে সারারাত কামান হাতে নিয়ে বসে থাকে। বিজয়নগরের মহারাজ দেবরায় সন্ধ্যায় খাবার শেষ করে আরাম করবার জন্য ঘরে যেতেই বাইরে উচ্চস্বরে চিৎকার শুনতে পায়। অর্জুন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে তিনি "মহারাজের সাক্ষাৎ চান।"[৩৩] অর্জুনের সারা শরীর জল ঝরছে, কাদায় ভরে গেছে। কথা বলতে গিয়ে অর্জুন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পরে অর্জুন সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলে –

> "মহারাজ শত্রু সৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য আক্রমের চেষ্টা করছে।"[৩৪]

রাজা মন্ত্রী আলোচনা হয় এটি সত্য সংবাদ নাকি ষড়যন্ত্র। মন্ত্রী বলে ওঠে মিথ্যা সংবাদ দেবার জন্য এতদূর আসবে না। মহারাজ দেবরায় ও মন্ত্রী তৈরি হয় সৈন্যদের নিয়ে। রাজা নির্দেশ দেয় পশ্চিম দিক থেকে যদি সৈন্যরা আক্রমণ করে থাকে, তাহলে পূর্ব দিক থেকেও আক্রমণ করবে। রাজা নিজে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হন ও নির্দেশ দেন। মন্ত্রী দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হয়ে যায়। রাজধানী রক্ষার জন্য নগরপাল নরসিংহের কাছে দশ হাজার সৈন্য থাকে। দেবরায় অর্জুনকে কারাগারে বন্দি রাখার কথা বলে; যদি সংবাদ মিথ্যা হয় তাহলে ফিরে এসে বিচার হবে। অর্জুন যুক্তি দিয়ে রাজাকে বলে –

> "আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আমার সংবাদ মিথ্যা হয় তৎক্ষণাৎ আমার মুন্ডুচ্ছেদ করবেন।"[৩৫]

রাজা ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয় অর্জুনকে সঙ্গে নেবে। তাকে নিয়ে গেলে পথ দেখিয়ে দেবার সুবিধে হবে। এদিকে মণিকঙ্কনার চোখ জলভরা কারণ রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন। বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মা ফিরে আসার নানা ভাবনা ভাবতে থাকেন। অর্জুনবর্মাকে রাজা নির্বাসন দিয়েছিল হঠাৎ কি হল ফিরে আসলেন নানা প্রকার সংশয় মাথায় ঘুরতে থাকে। সারারাত দুই বোন পরস্পর গলা জড়িয়ে জেগে থাকলেন। এদিকে বলরামও রাত্রে ঘুমায়নি। সেই গুহায় একটি মৃত শত্রুকে সঙ্গী করে জেগে রইলেন। অর্জুন সারারাত ভাবতে থাকলেন মুসলমানেরা যদি ইতিমধ্যে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সুড়ঙ্গ পার করে ফেলে। ওদিকে বলরাম ভাবতে থাকে অর্জুন কি সত্যি রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে, কখন ফিরবে কে জানে? তারপরে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায় "বলরাম ভাই"[৩৬] বলরাম চিৎকার করে উঠলো "অর্জুন ভাই"[৩৭] অর্জুন ও বলরামের কথোপকথন হয়। অর্জুন জানায় সে রাজার দর্শন পেয়েছে। রাজা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পর্বতে বহমানী সৈন্যদল যখন দেখল বিজয়নগরবাহিনী হাজির হয়েছে তখন তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়নি পালিয়ে যায়।

শ্রাবণ মাস যত এগিয়ে আসছে বিয়েরও সময় এগোচ্ছে। শ্রাবণের শুক্লার ত্রয়োদশীতে রাজা বিদ্যুৎমালাকে ডেকে প্রশ্ন করেন –

> "তুমি কি আমাকে বিবাহ করতে চাও না।"[৩৮]

রাজা আবার বললেন –

> "অর্জুনকে তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর পাত্র মনে কর।"[৩৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 265 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজা বিদ্যুন্মালাকে জানাই তুমি যখন পণ করেছ। অর্জুনকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না তখন তাই হবে। অর্জুনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। শেষ পর্যন্ত রাজা নির্দিষ্ট দিনে অর্জুন বর্মা ও বিদ্যুন্মালার, বলরাম ও মঞ্জিরা, রাজা দেবরায় ও মনিকঙ্কনা একসঙ্গে তিনটি বিয়ের আয়োজন করেন। রাজার কথামতো বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মার বিয়ে সম্পন্ন হয়। পম্পাপতির মন্দিরে, এটি এখানকার চিরাচরিত বিধি। তারপর রাজা অর্জুন বর্মাকে রাজার তুরঙ্গ বাহিনীর সেনানী নিযুক্ত করেন। কারণ অর্জুনবর্মা নিজের জীবন বিপন্ন করে বিপদ থেকে বিজয়নগর রক্ষা করেছে। তারপরে অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালা বিবাহ সম্পন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত লেখক প্রেমের জয় দেখিয়েছেন। বিজয়নগরে যাত্রার পদে নদীর ভয়ংকর ঝড়ে বিদ্যুন্মালা জলে পড়ে গেলে অর্জুন বর্মা তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে যে প্রেমের সূচনা হয় উপন্যাসের শেষে অর্জুনবর্মা ও বিদ্যুন্মালা বিয়ে সে প্রেমের সমাপ্তি ঘটে। লেখক খুব সুন্দরভাবে অর্জুনবর্মা ও কলিঙ্গের রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার প্রেম ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

Reference:

১. বন্দোপাধ্যায়, শরদিন্দু, তুঙ্গভদ্রার তীরে, বেনিয়াতলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭২, পৃ. ১৮
২. তদেব, পৃ. ১৮
৩. তদেব, পৃ. ১৮
৪. তদেব, পৃ. ২১
৫. তদেব, পৃ. ৩৬
৬. তদেব, পৃ. ৩৮
৭. তদেব, পৃ. ৪২
৮. তদেব, পৃ. ৪২
৯. তদেব, পৃ. ৪২
১০. তদেব, পৃ. ৫০
১১. তদেব, পৃ. ৮১
১২. তদেব, পৃ. ৯১
১৩. তদেব, পৃ. ৯২
১৪. তদেব, পৃ. ৯৩
১৫. তদেব, পৃ. ৯৩
১৬. তদেব, পৃ. ৯৩
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪
১৮. তদেব, পৃ. ৯৪
১৯. তদেব, পৃ. ৯৫
২০. তদেব, পৃ. ৯৫
২১. তদেব, পৃ. ৯৫
২২. তদেব, পৃ. ৯৫
২৩. তদেব, পৃ. ৯৫
২৪. তদেব, পৃ. ৯৫
২৫. তদেব, পৃ. ৯৫
২৬. তদেব, পৃ. ১১১

২৭. তদেব, পৃ. ১১৩
২৮. তদেব, পৃ. ১১৩
২৯. তদেব, পৃ. ১১৩
৩০. তদেব, পৃ. ১১৪
৩১. তদেব, পৃ. ১১৪
৩২. তদেব, পৃ. ১২০
৩৩. তদেব, পৃ. ১২৬
৩৪. তদেব, পৃ. ১২৬
৩৫. তদেব, পৃ. ১২৭
৩৬. তদেব, পৃ. ১২৯
৩৭. তদেব, পৃ. ১২৯
৩৮. তদেব, পৃ. ১৩০
৩৯. তদেব, পৃ. ১৩০

Bibliography:

মন্ডল, পুলকেশ, বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে তুঙ্গভদ্রার তীরে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমান্নাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা : ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর; ২০২১

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, গল্পচর্চা, প্রথম প্রকাশ : প্রজাতন্ত্র দিবস, ২০০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবন ১৪০৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

ভট্টাচার্য, দেবীপদ, উপন্যাসের কথা, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৬১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

সিকদার, অশ্রুকুমার, আধুনিকতাও বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবন ১৩৯৫, জুলাই ১৯৮৮, অরুণা প্রকাশনী, ৭যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯১২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

চৌধুরী, ভুদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭৩